সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

7 el 45 msL¨v 1 Gwcj 2005

অবৈধভাবে স্পেনে যাবার পথে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে নাখেয়ে ১১ যুবক মারা গেল। আড়াই হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত সাহারা মরুভূমির পথে একটি জিপে চড়ে ৩৬ জন তরুণ ইটালি যাবার জন্য পাড়ি দিল। ৬ দিনের মরুভূমির দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করার পরও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ১১ মাস জেল খেটেছে। দুটি ঘটনার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা জাতিকে হতবাক করে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, অবৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে কিভাবে এসব তরুণের ইমিগ্রেশন পার হচ্ছে। প্রশাসনের সামনে দীর্ঘদিন ধরে রিক্রুটিং ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বিদেশে মানুষ পাঠানোর সর্বনাশা খেলা খেলছে।

সারা দেশে গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো ট্রাভেল এজেন্সি। দেশে এখন সাড়ে তিন হাজার ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে। অথচ এ ট্রাভেল এজেন্সির মধ্যে বৈধ মাত্র ১৬৩০টি। এর মধ্যে আবার ট্রাভেল এসোসিয়েশন আটাবের ৭৪৫টি এজেন্সি সদস্য। অথচ আইন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে দেশে অনুমোদনহীন ট্রাভেল এজেন্সিগুলো আদম ব্যবসা রমরমা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থার লোক মিলে শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। মাসোহারা পায় বলে এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় না। শুধু ট্রাভেল এজেন্সি নয়, বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সিও অবৈধ আদম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দেশে ৩০ লাখ লোক এখন বিদেশে। অবৈধভাবে যে দেশের মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে এ সত্যটি সবারই জানা। গোয়েন্দা সংস্থাও জানে, কারা অবৈধভাবে লোক পাঠায়। সাহারা ও ভূমধ্যসাগরের দুটি ট্র্যাজেডির সংবাদ প্রকাশে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। আবার বলা হচ্ছে আইনের দুর্বলতার কথা। বিচ্ছিন্নভাবে চলছে ধরপাকড়।

এভাবে কি এ সমস্যার সমাধান করা যাবে। দেশে এখন ৫ কোটি লোক বেকার। তাদের কর্মসংস্থানের ন্যূনতম উদ্যোগ নেই। আইন করে আদম পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করে এ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রয়োজন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান। এ উপলব্ধি দেশের কর্ণধারদের বুঝতে হবে।

বিদেশ থেকে আসা পর্নোগ্রাফিতে বাজার সয়লাব। মেয়েদের সঙ্গে প্রতারণা করে দেশে পর্নোগ্রাফি তৈরি করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। প্রতারণার মাধ্যমে পর্নো সিডির তৈরিকারকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।